জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ১৮, সংখ্যা ৩২৪ ● ৫ এপ্রিল, ২০২৩ ● ২১ চৈত্র ১৪২৯ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 18, Issue- 324 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 5 APRIL, 2023 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

নতুন অতিথি

আলিপুর চিড়িয়াখানায় জিরাফের শাবকের জন্ম। বহুদিন পর এই ঘটনা। ফলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষও ঘটনায় উৎসাহিত

তুষারপাতে মৃত ৭

নাথু লার পথে পর্যটকবোঝাই গাড়ির উপর তুষারধস। ১৫ জন যাত্রী নিয়ে গাড়িটি খাদের কাছে ছিটকে যায়। শিশু-সহ ৭ পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আটকে পড়েছেন প্রায় ৩৫০ পর্যটক

অরুণাচলের ১১ জায়গার নাম বদলে দিল চিন, নির্বিকার দিল্লি

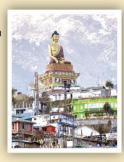

আত্মসমর্পণের আগেই গ্রেফতার মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

কিছু কুলাঙ্গার জন্মায় যাদের কাজই হল গদ্দারি করা : মুখ্যমন্ত্রী

বিহার থেকে ভাড়া করা গুন্ডা এনে হিংসা ছড়াচ্ছে বিজেপি

মণীশ কীর্তনিয়া • দিঘা

কিছু কুলাঙ্গার জন্মায় যাদের কাজ গদ্দারি করা। এরাই বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে হিংসা ছড়াচ্ছে। মনে রাখবেন বাংলায় যারা হাঙ্গামা করছে, অশান্তি ছড়াচ্ছে, প্ররোচনা দিচ্ছে, তাদের ছেড়ে কথা বলব না। তাদের মাথা যে বা যারাই হোক না কেন, রেয়াত করব না। মঙ্গলবার দিঘায় তৃণমূল কংগ্রেসের বুথকর্মী সম্মেলন থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর কথায়, যাদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছিলাম, তারা আজ এসব করছে। এরপরই তিনি বলেন, দাঙ্গা বাংলার সংস্কৃতি নয়। বিজেপি বাইরে থেকে লোক এনে করাচ্ছে। এটা দাঙ্গা নয়, ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। রাম কোনওদিন বলেছে, আমার নামে দাঙ্গা করো! তোপ নেত্রীর। তাঁর সংযোজন, কয়েকটা বকধার্মিক জুটেছে বাংলাকে বদনাম করার জন্য, হিন্দুদের বদনাম করার জন্য। নেত্রীর কথায়, আমিও হিন্দু কিন্তু আমি ভক্তর হিন্দু - শান্তির হিন্দু - স্বস্তির হিন্দু। আমি সব ধর্মকেই সম্মান করি। সব ধর্মের অনুষ্ঠানেই যাই।

তাঁর কথায়, ভাবছে যাই এবার দিল্লি দখল করে আসি। বাংলা দখল করতে পারে না। তার বড় বড় কথা! এরপরই কার্যত হুঙ্কার দিয়ে নেত্রী বলেন, হাঙ্গামাকারীদের রেহাই নেই, ছেড়ে কথা বলব না আমরা। যারা অশান্তি করছে, আমি নজর রাখছি। আগামী দিন বড়ই ভয়ঙ্কর, দিল্লি আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। নতুন নিয়মে সম্পত্তি নষ্ট করলে যে করবে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তকে তা দেওয়া হবে। সাফ কথা মমতা (এরপর ৯ পাতায়)

দিঘার বুথকর্মী সম্মেলনে আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

মন্দির তৈরির কাজ কতদূর এগোল? ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জগন্নাথধাম বদলে দেবে চালচিত্র

প্রতিবেদন : আর একবছরের মধ্যেই দিঘা হয়ে উঠবে তীর্থক্ষেত্র। পুরীর মতো সমুদ্রের সঙ্গে মানুষ এখানে জগন্নাথ দর্শনও করতে পারবেন। বাংলার বুকে এই নতুন জগন্নাথধাম বদলে দেবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে। এবার দিঘায় পা রেখেই বঙ্গবাসী বলবে, জয় জগন্নাথ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দিঘা হয়ে উঠতে চলেছে জগন্নাথধাম। প্রায় কুড়ি একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠছে বিশ্বের সবথেকে বড় জগন্নাথদেবের মন্দির। মঙ্গলবার নির্মীয়মাণ মন্দিরের কাজ ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন হিডকোর চেয়ারম্যান (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দাঙ্গাবাজ

যুদ্ধের চেয়েও বড় যুদ্ধবাজ
দাঙ্গা যারা বাধায়
দাঙ্গার চেয়েও দাঙ্গাবাজরা
সমাজকে শুধু কাঁদায়।

ধর্ম-বর্ণ-জাতি বিদ্বেষকে ঘিরে
যে বিদ্বেষের ছড়াছড়ি
শান্তি পায় না, পেতেও দেয় না
মানুষে-মানুষে হয় ছাড়াছাড়ি।

বিশ্বজনীন বিশ্বাত্মবোধ
সংকীর্ণ বোধের উর্ধ্বে
মানবিক প্রাণ, মূল্যবান
মূল্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ।

রাজ্যের চাপে

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমাগত চাপে নত মোদি সরকার। গ্রামোন্নয়ন খাতে ৯৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। গ্রামীণ সড়ক, পানীয় জল ও জঞ্জাল অপসারণে এই বরাদ্দ।

বকেয়ার দাবিতে অভিষেকের নেতৃত্বে অভিযান

নবনীতা মণ্ডল • নয়াদিল্লি

একশো দিনের কাজে বকেয়ার দাবিতে আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে অভিযান করে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা এবং রাজ্যসভার সাংসদরা স্মারকলিপি জমা দেবেন গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের অফিসে। প্রায় ৩০ জন সাংসদ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের বকেয়া পাওনা আদায়ের দাবি জানাবেন। মঙ্গলবার দিল্লিতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় অভিষেক বলেন, গিরিরাজ সিং না থাকলে সেক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি অথবা মন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেবেন তৃণমূল সাংসদরা। সাংসদ জানিয়েছেন, তাঁদের স্মারকলিপি নিয়ে যদি ইতিবাচক কোনও আশ্বাস মেলে, তাহলে কোনও ধরনা হবে না। তবে তা না করলে ধরনা, বিক্ষোভ হবে এবং পরবর্তীতে দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। তিনি জানিয়েছেন, এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে বকেয়া মেটানোর জন্য সময়সীমা দেওয়া হবে। (এরপর ১১ পাতায়)

দ্বিচারিতা ছাড়ুক কংগ্রেস

প্রতিবেদন : সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ফের তৃণমূলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বললেন, তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু কংগ্রেসকে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাংলায় বিজেপি-সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূলের বিরোধিতা করবে আর দিল্লিতে জোট চাইবে এটা হয় না। আবার বাংলায় সিপিএমের সঙ্গে গলাগলি করে কেরলে সিপিএমের বিরুদ্ধাচারণ করবে, এটাও হয় না। দ্বিচারিতা বন্ধ করতে হবে কংগ্রেসকে। স্পষ্টভাবে নীতিগত অবস্থান জানাতে হবে। আগামী নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল যে রাজ্যে শক্তিশালী তারাই প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে মুখ্য ভূমিকা নেবে। শক্তিশালী বিরোধী জোট গড়তে সব দলকে অহং ছেড়ে বেরোতে হবে। আদর্শগতভাবে একজোট হতে হবে। বিজেপি যে (এরপর ৬ পাতায়)

হাওড়াকাণ্ডের পান্ডা জালে

প্রতিবেদন : শিবপুর, রিষড়া কিংবা শ্রীরামপুর— সব জায়গাতেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের মূলে যে আসলে বিজেপিই তা প্রমাণিত হল আবার। শিবপুরের অশান্তির নেপথ্যে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল বিজেপির চক্রান্ত। বিহারের মুঙ্গেরে ধরা পড়ে গেল রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র-হাতে সেই যুবক। বিজেপি নেতাদের প্ররোচনায় পা না দিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস ভূয়সী প্রশংসা করলেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাজ্যের ভূমিকার। চক্রান্তকারীদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি। সবমিলিয়ে ঘটনাক্রম থেকে এটা পরিষ্কার, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীই একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে বিজেপি। (এরপর ১০ পাতায়)